গাংনীতে শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে এ্যাডভোকেসি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে স্থানীয় জনগণকে শরীরচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় গাংনী পৌরসভা কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সিটিজেন নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মউকের নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিমের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনীর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক প্রীতম সাহা।

সভায় মউকের নির্বাহী প্রধান সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। নারীদের মুক্তভাবে চলার গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ নিয়ে বক্তব্য দেন গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ নাছির উদ্দীন, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার মোঃ আসাদুজ্জামান এবং সহকারী প্রকৌশলী ও পৌর সচিব মোঃ শামীম রেজা।

সভায় জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং যুবসমাজসহ বিভিন্ন পেশার প্রায় অর্ধশতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী ফাহিমা আখতার।

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী দেখতে আসেন

মেহেদী হাসান

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী দেখতে আসেন ঝিনাইদহে- ৩ আসনের সম্ভব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (রনি)।

শনিবার বিকেলে পরিদর্শনে আসেন তিনি। এ সময় তিনি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। খোঁজ খবর নেন চিকিৎসাধীন রোগীদের।

জানা যায়, রোগী দেখতে ও কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করতে আসেন ঝিনাইদহে- ৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (রনি)।

এ সময় তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারন সম্পাদক ফারুক হোসেন (খোকন), মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া, পৌর যুব দলের সদস্য সচিব সেলিম রেজা (মধু), পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক বাধন রাজবীর (নিশু)।

এরপর তিনি কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। খোঁজ খবর নেন চিকিৎসাধীন রোগীদের। মেহেদী হাসান রনি ঝিনাইদহ -৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম শহিদুল ইসলাম মাস্টারের বড় ছেলে। তিনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ – ৩ আসন থেকে সংসদ নির্বাচনে সম্ভব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী বলে দলীয় সুত্রে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুরে আশংকা জনক হারে বেড়েছে আত্মহত্যার প্রবণতা

কোটচাঁদপুরে আশংকা জনক হারে বেড়েছে আত্মহত্যার প্রবণতা। ২৫ দিনে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন ২৭ জন। মারা গেছেন ৪ জন। প্রতিরোধে আরো বেশি কাজ করতে হবে জানালেন উপজেলা নির্বাহী

কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ।
সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুরে ৩০ দিনে ২৯ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। এরমধ্যে মারা গেছেন ৪ জন। যার মধ্যে ২ জন গলায় ফাঁস দিয়ে আর ২ জন বিষপান করে।
এদের মধ্যে গেল ৮ অক্টোবর বিষপান করে মারা যায় রাজিব হোসেন, সে গুড়পাড়া গ্রামের আব্দুল হামিদের ছেলে, রুবিনা খাতুন (২২) বৃহস্পতিবার(২১ তারিখ) রাতে গলায় ফাঁস দিয়ে মারা যান । সে কোটচাঁদপুরের ঘাঘা গ্রামের মশিয়ার রহমানের স্ত্রী।
শনিবার (২২ তারিখ) দুপুরে গলায় ফাঁস দেন রাজু ইসলামের স্ত্রী তানিয়া খাতুন (২৫)। তারা কোটচাঁদপুর বিদ্যাধরপুর গুচ্ছ গ্রামে বাসিন্দা।
২৪ তারিখ সোমবার বিষপান করে মারা গেছেন রাসেল হোসেন(১৪। সে উপজেলার লক্ষিকুন্ড গ্রামের জাফর মন্ডলের ছেলে।
এদিকে কোটচাঁদপুর উপজেলায় গেল ২৫ দিনে ২৭ জন আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। যার মধ্যে ১৬ জন বিষপানে,৪ জন গলায় ফাঁস দিয়ে এবং ৭ জন ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে।
এরমধ্যে গেল ৪ তারিখে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন ১ জন,বিষপান করে ৪ জন,৫ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,বিষপানে ২ জন,৬ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,বিষপানে ২ জন,৭ তারিখে বিষপান করে ২ জন,গলায় ফাঁস দিয়ে ২ জন আর ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,৯ তারিখে বিষপান করে ১ জন, ১০ তারিখে ১ জন,১১ তারিখে ট্যাবলেট খেয়ে ১ জন,১৫ তারিখে বিষপানে ১ জন,১৬ তারিখে ১ জন,১৭ তারিখে ১ জন,১৮ তারিখে ১ জন,২০ তারিখে ট্যবলেট খেয়ে ২ জন,গলায় ফাঁস দেন ১ জন,২২ তারিখে বিষপান করেন১ জন আর গলায় ফাঁস দিয়ে ১ জন,২৯ তারিখে বিষপান করে ১ জন,হারপিক খেয়েছেন ১ জন।
বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম বলেন, এর আগে আত্মহত্যার উপর ইনোভেশন প্রকল্প ছিল। এখন না থাকলেও আমরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে আত্মহত্যা,বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন কাজ করে থাকি।
খান মাসুম বিল্লাহ বলেন, আমরা বিভিন্ন স্কুল,কলেজে গিয়ে বাল্যবিবাহ,আত্মহত্যা প্রবনতাসহ সম্প্রতি সভা নিয়মিত করে আসছি। এরপরও এতগুলো ঘটনা আমাদের বিস্মিত করেছে।
তিনি বলেন, বিষয়টি জেলা প্রশাসককে অবহিত করা হবে। এরপর যে নির্দেশনা আসবে,সে মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এভাবে আশংকা জনক হারে কোটচাঁদপুরে বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা। সরকারি কোন পদক্ষেপই কার্যকর হচ্ছে। প্রতিরোধে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহনে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন সচেতন মহল।

মেহেরপুর হাসপাতালে ২৪ ঘন্টায় ভর্তি ১০৮ ডায়রিয়া রোগী

মেহেরপুরে পানিবাহিত রোগ ডায়রিয়া প্রকোপ আকার ধারণ করেছে। গত রবিবার সকাল থেকে গতকাল সোমবার সকাল পর্যন্ত ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১০৮ জন। এর মধ্যে ১৭ জনের শরীরে কলেরা জীবণু শনাক্ত হয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ডায়রিয়া ওয়ার্ডে ৪ দিনের ব্যবধানে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছেন ৩২৪ জন। এসব রোগীদের মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৩১ জন।

ডায়রিয়া ওয়ার্ডের নার্স ইনচার্জ নিপু আক্তার জানান, প্রতিদিনই ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী আসছেন হাসপাতালে। রোগীদের অধিকাংশই পুরুষ এবং বয়সে তরুণ। ২৫ জন সেবিকা (নার্স) ছাড়াও অন্যান্য ওয়ার্ড থেকে নার্স এনে ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীদের সেবা দেওয়া হচ্ছে।
এদিকে হঠাৎ ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তাই পড়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে আইইডিসিআরকে জানানোর পাশাপাশি নিয়েছেন বাড়তি ব্যবস্থা। তবে স্যালাইনসহ অন্যান্য ওষুধপত্র ও চিকিৎসাসেবা ভাল রয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ইতোমধ্যে আইইডিসিআর থেকেও একটি টিম এসে ডায়রিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত এপ্রিল মাসের ২০ দিন যেতে না যেতেই বৃদ্ধি পেয়েছে ডায়রিয়ার প্রকোপ। হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ভর্তি থাকছেন ১০০ থেকে ১২০ জনের কাছাকাছি রোগী। হাসপাতালে ডায়রিয়া রোগীদের জন্য ১০ শয্যা সংরক্ষণ থাকলেও রোগীর সংখ্যা বাড়ায় হাসপাতালের তিন তলা বিশিষ্ট একটি আবাসিক ডরমেটরিতে ডায়রিয়া ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রোগীদের জন্য সেখানেও সংকুলান হচ্ছেনা। ডরমেটরিতে স্থাপিত ওয়ার্ডের প্রতিটি রুমে ৪ জন করে ও হাসপাতালের বারান্দাসহ বিভিন্ন স্থানে গাঁদাগাঁদি, ঠাঁসা ঠাসি করে শুয়ে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে রোগীদের।

ডায়রিয়া আক্রান্ত আলমগীর হোসেন, নিগার নেছা বলছেন, হাসপাতাল থেকে স্যালাইনসহ বেশ কিছু ওষুধ পাওয়া গেলেও বাইরে থেকেও কিছু ওষুধ কিনতে হচ্ছে। তবে নার্সদের সেবায় তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তবে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের ভিড়ে স্বজনরাও অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে জানালেন ডায়রিয়া আক্রান্ত ভর্তি রোগী মেহেরপুর শহরের তাতিপাড়ার ইফতি খাতুন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মোখলেছুর রহমান জানান, ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ মেহেরপুর পৌর এলাকার বিভিন্ন মহল্লার বাসিন্দা। পরিবারের একজন আক্রান্ত হলেই বাকিরাও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এপ্রিল মাসে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর জেলাতেও ডায়রিয়াতে প্রচুর আক্রান্ত হয়েছিল। মাত্র ২০/২৫ দিনের ব্যবধানে আবারও ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা অস্বাভাবিক।

আইইডিসিআর এর সহকারী মাঠ গবেষক রেজাউল করীম বলেন, আমরা মেহেরপুরসহ ২২ টি জেলাতে কলেরার গবেষণা কাজ করছি। গত চার দিনে হঠাৎ এ জেলাতে ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৭ জন ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীর স্যাম্পল পরীক্ষা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৭ জনের শরীরে কলেরার জীবাণু সনাক্ত হয়েছে। যা বাংলাদেশের কোনো জেলাতে হয়নি। বিষয়টি উদ্বেগজনক। তিনি বলেন যাদের শরীরে কলেরার জীবাণু পাওয়া গেছে তাদের অধিকাংশই শহরের মধ্যে’র বাসিন্দা।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মো: হাসিবুস সাত্তার বলেন, ডায়রিয়া মূলত পানিবাহী রোগ। এছাড়া রাস্তার খাবার, বাসি-পচা খাবার খেলেও ডায়রিয়া হতে পারে। তবে ডায়রিয়া হবার মূল কারণ দূষিত পানি। খাবার পানিসহ নিত্য ব্যবহার্য পানিও হতে হবে বিশুদ্ধ এবং নিরাপদ।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জনসহ নতুন ১৪ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার উম্মে হুমায়রা আয়েশাসহ নতন ১৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে নতুন ধাপে জেলায় ৬৩ করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে ।

আজ মঙ্গলবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩২ জন এন্টিজেন টেস্টের নমুনা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৪ জন পজিটিভ হয়েছে।

সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী জানান, তিনি সরকারি বাসভবনে আইসোলশনে রয়েছেন। তবে শারিরীকভাবে ভালো আছেন বলে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়ে সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

আক্রান্ত অন্যরা হলেন- মল্লিকপাড়ার মোখলেসুর রহমা (৪২), বোসপাড়ার কাজী আনিসুজ্জামান (৫৭), সদর থানার হাবিবুর রহমান (৩০), বাসস্ট্যান্ড পাড়ার রমজানুল কবির (৩৬), সিজেএম কোর্টের মনিরুল ইসলাম (৩২), উত্তর শালিকার মারিফুল ইসলাম (২০), স্টেডিয়াম পাড়ার শারমিন আক্তার (২৭), চকশ্যামনগরের লাইলা (৪০), ট্যাঙরামারির সামসুল হুদা (৬৫), মুজিবনগরের দারিয়াপুরের শফিউল ইসলাম, গাংনীর গাড়াডোবের জনি (২৭), গাংনীর আতাফত (২৬)।

মেহেরপুরে জাতীয় ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে

কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত

আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে অবহিতকরণ ও কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে সিভিল সার্জসের সম্মেলন কক্ষে এ সিভিল সার্জন জাওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল হুদা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ভুবেষ চন্দ্র রায়, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আল মামুন, মেহেরপুর ইসলামীক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক কে এম শাহীন কবির।

ইপিআই সুপার আব্দুস সালামের সঞ্চালনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার খ ম হারুন ফয়সাল ।

অবহিতকরণ সভায় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দেশজুড়ে ৩০টি শহরে চালু হচ্ছে বিশেষজ্ঞ ভিডিও ডাক্তার বুথ

ডিজিটাল হেলথকেয়ার সলিউশান্সের (ডিএইচ) ব্র্যান্ড এবং স্বাস্থ্যখাতে ডিজিটাল সেবাদানে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান ডিজিটাল হসপিটাল গ্রামীণ অঞ্চলে চালু করছে ৩০টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বুথ। যার মাধ্যমে এসব এলাকার মানুষ এখন খুব সহজেই তাদের স্থানীয় ডিজিটাল হেলথ সেন্টার (ডায়াগনোস্টিক/ফার্মেসি/ক্লিনিক) থেকে ভিডিও কলের মাধ্যমে ঢাকার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করতে পারবেন। উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের প্রত্যন্তএলাকায় মানসম্মত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে।

মেডিসিন, স্ত্রীরোগ, ত্বক, শিশু, হৃদরোগ ও এন্ডোক্রিনোলজি সহ ২০টিরও বেশি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকবেন এই সেন্টারগুলোতে। স্ত্রী ও শিশুরোগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটাল হসপিটাল গ্রামে বসবাসকারী নতুন মা, বাবা ও শিশুদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারি সেবার মাধ্যমে সহায়তা করতে প্রত্যাশী। এর পাশাপাশি রোগীদের আর কষ্ট করে ঢাকায় এসে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না এবং তাদের কোভিডে আক্রা হওয়ার ঝুঁকিও কমে যাচ্ছে।

সাধারণত গড়ে একটি পরিবারের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণসহ যাতায়াত ও থাকতে ৫,৩৩৮ টাকা খরচ হয়। ফলে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের রোগীর বাসস্থানের কাছে নিয়ে যাওয়াতে, তাদের চিকিৎসা সেবার খরচও কমে আসছে।

দেশজুড়ে এমন অনেক রোগী আছেন যাদের সঠিক চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু যেহেতু বেশির ভাগ ডাক্তারই ঢাকাকেন্দ্রিক, তাই এই রোগীদের স্ত্রীরোগ/ শিশু/ হৃদরোগের মতো সমস্যায় সঠিক ও মানসম্মত চিকিৎসা পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক ডায়াগনোসিস রোগীদের বিভিন্ন ধরণের জটিলতা এড়াতে ও দ্রুত সুস্থ হতে অনেক সাহায্য করে।

তাই, ডিজিটাল হসপিটালের লক্ষ্য উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীদের জন্য মানসম্মত চিকিৎসা সেবা আরও সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করে তোলা।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা তৈরি ডক্টর বুথগুলোর মাধ্যমে রোগীরা খুব সহজেই ডাক্তারের সাথে তাদের সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করতে পারবেন। বুথগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেন ডাক্তারের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াও রোগীরা সঠিক চিকিৎসা নিতে পারেন।

এছাড়াও, রোগীদের যেকোন প্রয়োজনে সহযোগিতার জন্য উপস্থিত থাকবেন ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের সহায়তাকারী। পাশাপাশি, ডাক্তারের প্রেসক্রাইব করা সকল টেস্ট রোগীরা সেই ডিজিটাল হেলথ সেন্টার থেকেই বিশেষ ছাড়ে করাতে পারবেন।

চলমান বৈশ্বিক মহামারির কারণে রোগী ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টারের কর্মীদের সুসাস্থ্যের কথা চিন্তা করে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়াও ভিডিও কলের মাধ্যমে পরামর্শের ফলে ডাক্তাররা সুরক্ষিত থাকার পাশাপাশি তাদের বাসা থেকেই যে কোন জায়গার রোগীকে সেবা দিতে পারছেন।

২০২১ সালের প্রথম ৬ মাসে, ডিজিটাল হসপিটাল স্ত্রীরোগ, হৃদরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে ৫ হাজারেরও বেশি কনসালটেশন দিয়েছে। এবং এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বুথ চালু করার মাধ্যমে এই সেবাটি এখন আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। ২০২১ সালের শেষে সবার জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ধনী-গরীব ও গ্রামাঞ্চল-শহরাঞ্চল ব্যবধান দূরীকরণে মোট ৩০টি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বুথ গাইবান্ধার পলাশবাড়ী, জামালপুরের মাদারগঞ্জ, খুলনার ডুমুরিয়া, দিনাজপুরের বিরাম্পুর ও কুমিল্লার বুড়িচং এর মতো বিভিন্ন এলাকায় চালু করা হচ্ছে। কেননা, সুস্বাস্থে সবারই অধিকার রয়েছে।

বর্তমানে ডিজিটাল হসপিটাল উপ-শহর ও থানা পর্যায়ে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। কিন্তু আগামীতে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও চর এলাকায়ও ডিজিটাল হসপিটাল এর সেবা পৌঁছে দিবে। ডিজিটাল হসপিটাল বিশ্বাস করে, ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ (ইউএইচসি) সবার অধিকার এবং এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল হেলথকেয়ার সলিউশান্সের সিসিও অ্যান্ড্রু স্মিথ বলেন, “বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষেরই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার জন্য ঢাকায় আসতে অনেক লম্বা ও ব্যয়বহুল সফর করতে হয়। কিন্তু আমরা এখন এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের তাদের বাসার কাছের ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে কিংবা ফার্মেসিতে নিয়ে যাচ্ছি। ফলে, এখন অনেক মানুষই খুব সহজেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারবেন। পাশাপাশি, ডিজিটাল হসপিটালের এই উদ্যোগ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ ভুমিকা রাখবে।” অক্টোবরের শেষের দিকে ২০ এরও বেশি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা পার্টনার ডিজিটাল হেলথ সেন্টার কিংবা ডিজিটাল হসপিটাল অ্যাপের সাথে যুক্ত হবেন। বিস্তারিত জানতে কল করুন ০৮০০০১১১০০০ (টোল-ফ্রি)।

– প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মেহেরপুর ২৪ ঘন্টায় করোনায় আরো ৩ জনের মৃত্যু

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে নতুন ৩ জন মারা গেছেন। তারা হলেন, শহরের বড়বাজারের মাহফুজুর রহমান (৫৩), সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের গোলাম মোস্তফা (৭০) এবং গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মারুফ হোসেন (৪০)।

মেহেরপুরের স্বাস্থ্য বিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেওয়া তথ্যে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। এদের মধ্যে গোলাম মোস্তফা ৬দিন, মারুফ হোসেন ১২ এবং মাহফুজুর রহমান ১১ দিন ধরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

এনিয়ে মেহেরপুরে ১৬৪ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৭৯,গাংনীতে ৫৫ এবং মুজিবনগরে ৩৯ জন।

মেহেরপুর হাসপাতালে ৫টি আইসিইউ ও ৫টি এইচডিইউবেড প্রদান

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ৫টি আইসিইউ এবং ৫টি এইচডিইউবেড প্রদান করেছে সাজেদা ফাউন্ডেশন নামের বেসরকারী সংস্থা।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি উপস্থিত ছিলেন সাজেদা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাহেদা ফিজা কবির, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল।

বক্তব্য দেন মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক

ডা. রফিকুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহীন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায় ডা. রফিকুল ইসলাম জানান, ইতিমধ্যে এইচডিইউবেড স্থাপন কাজ শুরু হয়েছে। খুব দ্রুত তারা এই বেডগুলো স্থাপন করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এর ফলে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত দেওয়া সম্ভব হবে।

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় নতুন ২ জনের মৃত্যু

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে নতুন দুই জন মারা গেছেন। তারা হলেন মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের ফয়েজ উদ্দীন
(৮০) এবং জয়পুর গ্রামের রহিমা খাতুন (৬০)।

মেহেরপুরের স্বাস্থ্য বিভাগ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেওয়া তথ্যে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। এদের মধ্যে ফয়েজ উদ্দীন গত ১১ আগস্ট এবং রহিমা খাতুন ৪ আগস্ট করোনা আক্রান্ত হন। তারা দুজনেই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

এনিয়ে মেহেরপুরে ১৫৮ জনের মৃত্যু হলো। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৭৬,গাংনীতে ৫৩ এবং মুজিবনগরে ৩৮ জন।